ষষ্ঠ অধ্যায়

সাংখ্যদর্শন
[The Sāṁkhya Philosophy]

সাংখ্যদর্শন ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির অন্যতম। সাংখ্য ও যোগদর্শন সমানতন্ত্র। সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত প্রকৃতি প্রভৃতি ২৫টি তত্ত্ব যোগদর্শনেও স্বীকৃত। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরকে অতিরিক্ত একটি তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তাই অনেকে সাংখ্যকে নিরীশ্বর এবং যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলেন।

ঐতিহ্য অনুসারে কপিলমুনিকে সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। সাংখ্যদর্শন প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শনগুলির অন্যতম। ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী উপনিষদে, মহাভারত এবং গীতাতে, স্মৃতি ও পুরাণে সাংখ্যমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থে সাংখ্যমতের উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত মতকে খণ্ডন করার জন্য। শঙ্করাচার্য সাংখ্যমতকে প্রধান মল্ল বলে উল্লেখ করে বলেন, উক্ত মত দ্বৈতবাদ সমর্থন করায় তা শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না।

উপনিষদে পরমসত্তাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সবকিছুকে পরিবর্তনশীল নামরূপ বলা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সব কিছুই মিথ্যা। এইরূপ চিন্তাধারা থেকেই অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হয়েছে যা শঙ্করের মতবাদে পাওয়া যায়। কিন্তু আর একটি চিন্তাধারা ছিল যেখানে জগৎকে সত্য বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর এবং বিশেষত মৈত্রায়ণী উপনিষদে এমন বাক্য আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, তখন সাংখ্যদর্শনের মত চিন্তাধারা যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল এবং সাংখ্যদর্শনের অনেক পারিভাষিক শব্দ তখন ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু মৈত্রায়ণী উপনিষদের রচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায় না এবং সেখানে এরূপ চিন্তাধারার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয় বলে আমরা উপনিষদে সাংখ্য মত যেভাবে বিকাশলাভ করেছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি না।

এটি অসম্ভব নয় যে, সাংখ্যমতের বিকাশের এই স্তর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈনমতকে নির্দেশ করে। বর্তমানে যে সাংখ্য যোগদর্শনের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাতে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত এমনভাবে পাওয়া যায় যে, তা থেকে বলা যায়, এই মতবাদ উপনিষদসমূহের শাশ্বতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ পরিবর্তনবাদ এবং জৈন আপেক্ষিকতাবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছে।[১]

Scanned with CamScanner

সাংখ্য অধিবিদ্যা
[The Sāṁkhya Metaphysics]

সৎকার্যবাদ

সাংখ্যদার্শনিকেরা সৎকার্যবাদের সমর্থক। সৎকার্যবাদের উপর ভিত্তি করেই সাংখ্য অধিবিদ্যা, বিশেষত প্রকৃতিকারণবাদ, গড়ে উঠেছে। সৎকার্যবাদ হল কার্য ও তার উপাদান কারণের সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ। উৎপত্তির পূর্বে কার্য নিজের উপাদানে সৎ কিনা, এটিই হল সমস্যা।

ন্যায়-বৈশেষিকমতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তার উপাদান কারণে কোন রূপেই সৎ নয়, কিন্তু অসৎ। মৃত্তিকাতে কোন রূপেই ঘট নাই। কারণ ও কার্য দুটি ভিন্ন বস্তু। সুতরাং কার্যদ্রব্য নতুন সৃষ্টি। অর্থাৎ সৎ হতে অসৎ উৎপন্ন হয় ('সতঃ অসৎ জায়তে')। এই মতবাদ অসৎকার্যবাদ। কার্যোৎপত্তির পূর্বে সৎ উপাদান কারণে অসৎ কার্যের যে উৎপত্তি তার নাম আরম্ভ। জগতের উপাদান কারণ পরমাণুসমূহ সৎ অর্থাৎ নিত্য। পরমাণু থেকে যেসব কার্যের উৎপত্তি হয় তা উৎপত্তির পূর্বে ছিল না, বিনাশে থাকবে না। সব কার্যই অসৎ। এই মতবাদ আরম্ভবাদ। অসৎকার্যবাদই আরম্ভবাদের মূল।

বৌদ্ধগণ বলেন ঃ অসৎ হতে সৎ-এর উৎপত্তি হয় ('অসতঃ সৎ জায়তে')। বীজের বিনাশ বা অভাব থেকেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। অসৎ কারণ হতে সৎকার্য উৎপন্ন হয়। এই মতবাদ অসৎকারণবাদ।

সাংখ্যদার্শনিকেরা ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত অসৎকার্যবাদ এবং বৌদ্ধ অসৎকরণবাদ খণ্ডন করে সৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে সৎ বা বর্তমান থাকে। উৎপত্তির পূর্বে তেল রূপ কার্য তার উপাদান কারণ সর্ষেতে সৎ বা বর্তমান থাকে। সাংখ্যমতে সৎ থেকে সৎ-এর উৎপত্তি হয়, অসৎ-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয় ('সতঃ সৎ জায়তে')। কারণ সৎ, কার্যও সৎ। উৎপত্তির পূর্বেও কার্য সৎ, বিনাশের পরেও সৎ। তাঁদের মতে, অসৎ-এর উৎপত্তি হয় না এবং সৎ-এর বিনাশ হয় না ('ন অসতো বিদ্যতে ভাব ন অভাবো বিদ্যতে সতঃ')।[৩]

সৎকার্যবাদ অর্থাৎ কার্যের সদ্‌রূপত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থের নবম কারিকায় কার্যের সদ্‌রূপত্ব সিদ্ধির জন্য পাঁচটি হেতু দিয়েছেন ঃ

"অসদকরণাৎ উপাদান গ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ চ সৎকার্যম্।"

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণের যুক্তিগুলি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

Scanned with CamScanner

১. **অসদকরণাৎ ঃ** উৎপত্তির পূর্বে যদি উপাদান কারণে কার্য অসৎ হত, তাহলে কার্যের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হত না। উৎপত্তির পূর্বে ঘট যদি আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গের মত অসৎ বা অবস্তু হত, তবে তার উৎপত্তিই হত না। কারণব্যাপারের পরেই কার্যের সত্ত্ব সর্বসম্মত। উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হলে এই সর্বসম্মত তথ্য উপপন্ন হতে পারে না। নীল ও পীত পরস্পর ভিন্ন। পীত নীলের মধ্যে নাই। সুতরাং শত চেষ্টা করেও কেউ নীলকে পীত করতে পারে না। ঘট যদি উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকাতে অসৎ হত, তাহলে মৃত্তিকা হতে ঘটের উৎপত্তি হত না। অসৎ কখনও উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং, সাংখ্যদার্শনিকেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎপত্তির পূর্বে ঘট মৃত্তিকাতে সূক্ষ্মরূপে সৎ বা বর্তমান। কার্য সৎ, কার্য অসৎ হতে পারে না।[৪]

২. **উপাদান গ্রহণাৎ ঃ** কারণ কার্যের উপাদান। উপাদান কারণের সঙ্গে কার্যের একটি অপরিহার্য সম্বন্ধ বর্তমান। কোন উপাদান কারণ থেকে সেই কার্য উৎপন্ন হতে পারে যার সঙ্গে তা কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হলে এই সম্বন্ধ সিদ্ধ হত না। বালি থেকে তেল উৎপন্ন হয় না, যেহেতু বালিতে তেল অসৎ। কিন্তু তিল থেকে তেল উৎপন্ন হয়। সুতরাং সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন যে, তেল সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে তিলের মধ্যে বর্তমান। কপালাদি ঘটের কারণ। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে কপালাদিকে কারণ বলতে হলে উৎপত্তির পূর্বে ঘটরূপ কার্য সৎ, তা অবশ্য স্বীকার্য।[৫]

৩. **সর্বসম্ভবাভাবাৎ ঃ** আমরা দেখি যে বিশেষ কারণ থেকেই বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয়। দুধ থেকেই দই উৎপন্ন হয়, তন্তু থেকেই বস্ত্র উৎপন্ন হয়। যে কারণের সঙ্গে যে কার্য সম্বন্ধযুক্ত সে কারণ থেকে সেই কার্যই উৎপন্ন হয়, অন্য কার্য উৎপন্ন হয় না। কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার না করেই কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে সকল কারণ থেকে বা যে কোন কারণ থেকে যে কোন কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হত। অর্থাৎ মৃত্তিকা হতে বস্ত্রের, তন্তু হতে ঘটের উৎপত্তি সম্ভব হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সুতরাং কার্য অসৎ হতে পারে না। কার্য-কারণে সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে বর্তমান। উপাদান কারণে সূক্ষ্মরূপে বর্তমান কার্যের স্থূল রূপে অভিব্যক্তি হয়।[৬]

৪. **শক্তস্য শক্যকরণাৎ ঃ** কেউ বলতে পারেন—উপাদান কারণের মধ্যে যে কার্য উৎপাদনের শক্তি বা সামর্থ্য আছে, তা সেই কার্যই উৎপন্ন করবে।

পূর্বপক্ষীর এই বক্তব্য খণ্ডন করে সৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ'। উপাদান কারণে যে কার্য উৎপাদনের শক্তি আছে, তার দ্বারাই সেই বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয় একথা বললে স্বীকার করতে হবে যে, উপাদান কারণে নিহিত শক্তির সঙ্গে সেই কার্যের সম্বন্ধ আছে। উপাদান কারণ মৃত্তিকাতে ঘট উৎপাদনের

Scanned with CamScanner

যে শক্তি আছে, তার সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ না থাকলে তাকে ঘটের উৎপাদিকা শক্তি বলা যাবে না। আবার ঐ শক্তি যদি ঘটের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে থাকে, তবে উৎপাদনের পূর্বেই ঘটের সত্তা ছিল, তা স্বীকার করতে হয়। তাহলে ঘট অর্থাৎ কার্য অসৎ বলা যায় না। উৎপত্তির পূর্বে ঘট অসৎ হলে তার সঙ্গে শক্তির সম্বন্ধ থাকতে পারে না। সুতরাং কার্যকে সৎ বলতে হবে।[৭]

৫. **কারণভাবাৎ ঃ** সাংখ্যমতে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। এইজন্য কার্য ও কারণ অভিন্ন। কার্য ও কারণ অভিন্ন বলে কারণের ভাব বা স্বরূপই কার্যের স্বরূপ। কারণ হল অব্যক্ত কার্য, কার্য হল ব্যক্ত কারণ। তন্তু বস্ত্রের অব্যক্তরূপ, বস্ত্র তন্তুর ব্যক্তরূপ। কার্য-কারণে সৎ না হলে কারণের স্বরূপই কার্যের স্বরূপ হত না। অসৎ কার্যের সঙ্গে সৎ কারণ অভিন্ন হতে পারে না। সুতরাং কার্য সৎ।[৮]

বাচস্পতি মিশ্র বলেন, তন্তু (কারণ) ও বস্ত্র (কার্য) অভিন্ন। তন্তুতে বস্ত্র সূক্ষ্মরূপে বর্তমান। তন্তু বস্ত্রের সূক্ষ্মরূপ এবং বস্ত্র তন্তুর স্থূলরূপ। তন্তুর ধর্মই বস্ত্রে থাকে। অভিন্ন না হলে একটির ধর্ম আর একটিতে থাকতে পারে না। সুতরাং তন্তু বস্ত্র হতে ভিন্ন নয়।

যাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব থাকে তারা ভিন্ন হয় না। তন্তু বস্ত্রের উপাদান কারণ এবং বস্ত্র উপাদেয় অর্থাৎ কার্য। কার্য ও কারণের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব আছে বলে তারা ভিন্ন হতে পারে না।

উপাদান কারণ ও উপাদেয় কার্যের গুরুত্ব বা ওজন ভিন্ন হয় না বলে তারা অভিন্ন। বস্ত্র যে তন্তু থেকে উৎপন্ন, সেই তন্তুর যা ওজন, বস্ত্রের ওজন ঠিক তাই। তাই তন্তু অর্থাৎ কারণ এবং বস্ত্র অর্থাৎ কার্য অভিন্ন।[৯]

ন্যায় দার্শনিকেরা এই মতের বিরোধিতা করে অসৎকার্যবাদ সমর্থন করেন। তাঁদের মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য উপাদান কারণে অসৎ। সুতরাং কারণ ও কার্য অভিন্ন হতে পারে না, তারা ভিন্ন।

নৈয়ায়িকেরা বলেন ঃ তন্তু (কারণ) ও বস্ত্র (কার্য) অভিন্ন নয়, ভিন্ন। তন্তু ও বস্ত্র অভিন্ন হলে, তন্তুর যখন জ্ঞান হয়, তখন বস্ত্রেরও জ্ঞান হত। কিন্তু তা হয় না।

তাছাড়া, তন্তু ও বস্ত্র যদি অভিন্ন হত, তাহলে বস্ত্রের উৎপত্তির জন্য কারণব্যাপারের প্রয়োজন হত না। কিন্তু তন্তু থেকে বস্ত্র উৎপন্ন করার জন্য তন্তুবায় প্রভৃতি কারণব্যাপারের প্রয়োজন হয়। যদি বলা হয় বস্ত্রস্বরূপে বস্ত্র তন্তুতে থাকে না, তাহলে বস্ত্রের অসত্তা স্বীকার করতেই হয়।

নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন, যখন তন্তু আছে, কিন্তু বস্ত্র উৎপন্ন হয়নি, তখন 'বস্ত্র আছে' না বলে বলা হয় 'বস্ত্র উৎপন্ন হবে'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে কার্য অসৎ।

Scanned with CamScanner